দৈনিক সংবাদ

তারিখ JAN. 6 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

583

ছাত্রীদের যৌন নিপীড়ন শিক্ষক!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুরূপ অভিযোগ আনা হয়েছিল ছাত্র নেতাদের বিরুদ্ধে। শাবাশ, ঢা, বি, অন্য অনেক বিষয়ের মত এ বিশেষ ব্যাপারেও জ্যেষ্ঠতা ও শ্রেষ্ঠতার (?) স্বাক্ষর রেখেছেন। জা, বি, এ ছাত্রনেতাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। ঢা, বি-র আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী নিপীড়নের বিচার ত্বরান্বিত করা এবং এ সংক্রান্ত আইন সংস্কার ও প্রণয়নের দাবিতে আন্দোলন করছে। আন্দোলন ক্রমেই তারা জোরদার করে তুলছিল। এর মধ্যেই ২৭শে ডিসেম্বর ছাত্রলীগ পরিচয় নিয়ে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি রক্ষার' শ্লোগান তুলে কিছুসংখ্যক ছাত্র আগ্রাসী তৎপরতা দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মসূচি পন্ড করেছে, তাদের আহত করেছে, এমনকি লাইব্রেরিতে ঢুকেও তাদের মারধর করেছে। সংবাদে প্রকাশ পুলিশ যথারীতি সন্ত্রাসীদের অপতৎপরতায় কোন বাধা দেয়নি। যাক, সে কথা। কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি সম্বন্ধে অতি উদগ্রীব তথাকথিত ছাত্রদের এ আচরণটিকে দুরভিসন্ধিমূলক বলে মনে হয়। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা যাই করে থাকুক তারা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের সীমা লংঘন করেনি। কিন্তু বিরুদ্ধবাদী ছাত্রলীগ কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি রক্ষার নামে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের সীমা লংঘন করেছে, মানবাধিকারকে ভূলুন্ঠিত করেছে। অবশ্য ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে তাদের দলের সংশ্লিষ্টতার কথা অস্বীকার করেছেন। ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ কোন মন্তব্য করেননি।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিক এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগসহ কয়েকটি বিভাগের কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের যৌন নিপীড়নের অভিযোগ আনা হয়েছিল অদূর অতীতেই। সেসব অভিযোগের বিচার হয়নি, কয়েকটি অভিযোগের তদন্ত প্রজ্ঞাপন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। তাই বলা হয়, ছাত্রছাত্রীদের বিচারের দাবিতে আন্দোলনে অবতীর্ণ হওয়া কেবল যৌক্তিক নয়, অনিবার্যও বটে।

আহমেদ মইন
৩৩, নিমতলী, ঢাকা।